



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৪০ বর্ষ ৯ম সংখ্যা

ওয়েবসাইট : du.ac.bd/du_barta

১৫ আশ্বিন ১৪৩৩, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

ঢাবি এবং চীনের আনহুই নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ গবেষণাগারের উদ্বোধন



চীনের আনহুই নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সিনো-বাংলাদেশ জয়েন্ট ল্যাবরেটরি ফর ওয়াটার, ইকোলজিক্যাল সিকিউরিটি অ্যান্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক যৌথ গবেষণাগারের উদ্বোধন করা হয়েছে। সম্প্রতি চীনের আনহুই প্রদেশের উহ্ শহরে অবস্থিত আনহুই নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ যৌথ গবেষণাগারের উদ্বোধন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, চীনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. নাজমুল ইসলাম, যৌথ গবেষণাগারের বাংলাদেশের ফোকাল পয়েন্ট ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. মোফাজ্জল হোসেন এবং রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস সালাম, অধ্যাপক ড. মো. সফিকুল ইসলাম ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনা

রাষ্ট্রদূত Mr. Yao Wen, আনহুই নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. Xiong Yujie, ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. Sang Qingsong, উহ্ শহরের ডেপুটি মেয়র, যৌথ গবেষণাগারের চীনের ফোকাল পয়েন্ট অধ্যাপক ড. Lu Zhou, বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির ডিন, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাক্ফোর্স অফিসের পরিচালক ও সিনিয়র অধ্যাপক বৃন্দ। পানি, পরিবেশগত নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণায় বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে এ যৌথ গবেষণাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ উদ্যোগ দুই দেশের গবেষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময়ের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং পরিবেশ ও পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যৌথ গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করবে বলেও আশা করা যাচ্ছে।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ৩ বছরের ডিনস অ্যাওয়ার্ড প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের তিন বছরের (২০২১, ২০২২ ও ২০২৩) ডিনস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষদের ১৬টি বিভাগের মোট ৪৮ জন শিক্ষার্থী ডিনস অ্যাওয়ার্ড পান। এছাড়া সেরা গ্রন্থ ও নিবন্ধের জন্য দুইজন শিক্ষকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক কাজী মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও

জাতীয় অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ ও বাংলাদেশ ইউনেস্কোর প্রতিনিধি-অফিস প্রধান ড. সুজান ভাইজ। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সকল শিক্ষক, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, প্রাধ্যক্ষ ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। এরপর পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পর্বেরও আয়োজন ছিল।



পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। গেস্ট অব অনার হিসেবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদেদী আলফেছানী এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। আরও বক্তৃতা করেন

২০২১ সালের ডিনস অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- ইশতিয়াক আহমেদ, মো. হাসান আল আজাদ, মো. হিমেল রহমান, ব্রজেন সাহা, নাহিয়ান মামুনাত এনায়েত, ফারিহা বিনতে হান্নান, ইসনা হক শেওতি, রাবেয়া আজার সাখী, নওশিন জারিন প্রান্তি, লুদমিলা সারাফ খান, ফারিন রহমান অন্ধিতা, নিসর্গ নিব্রুম, রাহনুমা বিনতে মালেক এবং শেখ রাশিদ বিন ইসলাম। ২০২২ সালের সারারা জাফরিন, ফয়সাল কাইয়ুম, (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

মার্কেটিং বিভাগের ৯০জন শিক্ষার্থীকে ২১ লাখ ৬০ হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান



মার্কেটিং বিভাগের বিভিন্ন ব্যাচের ৯০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'MGI-MAA বৃত্তি' প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী ২৪ হাজার টাকা করে বৃত্তি লাভ করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী ড. আন ম এছানুল হক মিলন গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তির চেক বিতরণ করেন। ঢাকা

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

১৬ জন গবেষকের পিএইচডি এবং ১৬ জনের এমফিল ডিগ্রি অর্জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি ১৬ জন গবেষক পিএইচ.ডি, ১৬ জন এম.ফিল এবং ১ জন ডি.বি.এ. ডিগ্রি অর্জন করেছেন। গত ৩১ আগস্ট ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের এক সভায় তাদের এসব ডিগ্রি প্রদান করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন। পিএইচ.ডি, ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- বাংলা বিভাগের অধীনে জাহিদ হাসান সরকার ও সানজীদা মাসুদ, আরবী বিভাগের অধীনে মাসরুফুল হক ও মোঃ ইসমাঈল হোসেন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে তানজিয়া সিদ্দিকা, গণিত বিভাগের অধীনে মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধীনে আবু সাদাত মুহাম্মদ আশিফ, লোক প্রশাসন বিভাগের অধীনে মোহাম্মদ সামিউল ইসলাম, পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের অধীনে ফারহানা হক, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের অধীনে আমেনা খাতুন, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধীনে বিপুল কৃষ্ণ দাস, জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগের অধীনে নীলিমা বর্মন, ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগের অধীনে মোঃ গোলাম কিবরিয়া, শিল্পকর্মের ইতিহাস বিভাগের অধীনে দেবানীষ পাল এবং পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধীনে মোহাম্মদ রিজওয়ালু আহসান। এম.ফিল ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- ইংরেজি বিভাগের অধীনে সুমাইয়া আলম, আরবী বিভাগের অধীনে মুহাম্মদ বদরুদ্দীন সাদী, নূরুল্লাহ ও মোহাম্মদ সাজেদ, উর্দু বিভাগের অধীনে মোছাঃ আলপনা আকতার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে মোঃ আবদুল্লাহ আল মুবাশির, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে সাখী খাতুন, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনে রোমানা রহমান, ম্যানেজমেন্ট

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল নির্মাণ কাজ শিগগিরই শুরু হচ্ছে

চীন সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় ২শ' ৪৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শিগগিরই শুরু হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস এবং নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ি ভেঙ্গে এই স্থানে হলটি নির্মাণ করা হবে। বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল নির্মাণ প্রকল্পের Minutes of Meeting (MoM) গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ স্বাক্ষর করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) ড. সরদার মোহাম্মদ কোরামত আলী এবং চায়না ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন এজেন্সি (CIDCA)- এর ভাইস চেয়ারম্যান লুই জুনফেং এই MoM-এ স্বাক্ষর করেন। এসময় ইআরডি সচিব এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন। (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

আইন বিভাগে ২৭ লাখ টাকার ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলাদেশ ল' এসোসিয়েশন ইউ.কে ট্রাস্ট ফান্ড' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৭ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়েছে। গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ উপাচার্যের অফিস সংলগ্ন সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ল' এসোসিয়েশন ইউ.কে-এর সভাপতি মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক মাহমুদা চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের কাছে এ চেক হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ, এলিট গ্রুপ অব ইভান্স্টিজ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাহেদুর সিরাজ,

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম গতিশীল ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি তৃতীয় ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও গতিশীল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বলা ও শোনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে আরবী, ফরাসি, জাপানিজ, জার্মান, চীনা ও কোরিয়ান ভাষা শিক্ষা কোর্সের নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন ও পাঠদান পদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে। বর্তমান সরকারের ভাষা শিক্ষা কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিগগিরই এসংক্রান্ত কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হবে। গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে 'শিক্ষাক্রমে তৃতীয় ভাষা অন্তর্ভুক্তি' শীর্ষক এক সেমিনারে এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সেমিনারে তৃতীয় ভাষা শিক্ষা প্রদানের জন্য দেশে পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল তৈরির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম

ওবায়দুল ইসলাম সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালামের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদেদী আলফেছানী বক্তব্য রাখেন। তৃতীয় ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও গতিশীল করার বিষয়ে গঠিত কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আ ক ম ওয়ালিউল ইসলাম ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে আগ্রহী বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণি ও বয়সী লোকদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে তৃতীয় ভাষায় দক্ষ করে গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এক্ষেত্রে কার্যকর কোর্স ডিজাইন ও কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে। এই পরিকল্পনা

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

চীনের ফার্স্ট ইনস্টিটিউট অব ওশানোগ্রাফির সঙ্গে সমঝোতা স্মারক নবায়ন



সমুদ্রবিজ্ঞান, সমুদ্র পর্যবেক্ষণ, পূর্বাভাস, জলবায়ু গবেষণা ও দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চীনের মিনিস্ট্রি অব ন্যাচারাল রিসোর্সেস-এর অধীন ফার্স্ট ইনস্টিটিউট অব ওশানোগ্রাফি (FIO)-এর সঙ্গে সহযোগিতা আরও জোরদার করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ লক্ষ্যে চীনের শাংহায়ে দুটি সমঝোতা স্মারক (MoU) নবায়ন করা হয়েছে। শাংহায়ে অনুষ্ঠিত চীন-দক্ষিণ এশিয়া মেরিন কো-অপারেশন ফোরামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণের সময় এসব সমঝোতা স্মারক নবায়ন করা হয়। এর মাধ্যমে দুই প্রতিষ্ঠানের চলমান যৌথ গবেষণা, সমুদ্র পর্যবেক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তি বিনিময় এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম

আরও সম্প্রসারিত হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও FIO-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। অপর সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হয় FIO-এর মেরিন সায়েন্স অ্যান্ড নিউমেরিক্যাল মডেলিং ল্যাবরেটরি (MAS- NUM-FIO) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশান গভর্ন্যান্স (ICOG)-এর মধ্যে। এতে স্বাক্ষর করেন ICOG-এর পরিচালক ড. কে এম আজম চৌধুরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য ২ কোটি টাকার ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে 'Elite Group Serajuddin and Rabeya Seraj Trust Fund' শীর্ষক ২ কোটি টাকার নতুন একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে এলিট গ্রুপ অব ইভান্স্টিজ-এর পক্ষ থেকে গত ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অনুদানের একটি চেক হস্তান্তর করা হয়। ২ কোটি টাকার অনুদানের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ১ কোটি টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়। আগামী ৬ মাস পর অবশিষ্ট ১ কোটি টাকা হস্তান্তর করা হবে। উপাচার্য কার্যালয় সংলগ্ন সভাকক্ষে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ, এলিট গ্রুপ অব ইভান্স্টিজ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাহেদুর সিরাজ,

পরিচালক শাদান সিরাজ, মোঃ মামুন-উর-রশীদ, সুরমা চৌধুরী এবং সংশ্লিষ্টরা। এই ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হবে। ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এ বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম শুরু হবে। এছাড়া অনুষ্ঠানে ইভান্স্টিজ-একাডেমিয়া সহযোগিতা জোরদারের অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এলিট গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপের সুযোগ প্রদানের ঘোষণা দেওয়া হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম এলিট গ্রুপকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় এ ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিশেষ করে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে আর্থিক সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। ইভান্স্টিজ-একাডেমিয়া সহযোগিতার ওপর

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা)-এর সঙ্গে জাপানের প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ



জাপানের এহিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কোজো ওয়াতানাবের নেতৃত্বে ইয়ামাগাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তরু ওয়াতানাবে, ড. মাসেতেরু নিশিয়োমা এবং মি. ইউমা হায়াশি গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তাঁরা জাপান সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এজেন্সি (JST) এবং জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (JICA)-এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়নধীন “ঢাকা মহানগর এলাকায় অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স জনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে পানির গুণগত মান পর্যবেক্ষণ ও পরিশোধন প্রযুক্তি” শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম, পানির গুণগত

মান পর্যবেক্ষণ, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের ঝুঁকি মোকাবিলায় কার্যকর প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং প্রকল্পের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময় করা হয়। একইসঙ্গে ঢাকা মহানগর এলাকার পানিতে এএমআর-সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকি শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণে গবেষণাভিত্তিক উদ্যোগ জোরদারের বিষয়েও আলোচনা হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করছে। প্রকল্পের আওতায় পানি ও জনস্বাস্থ্যের ওপর অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের প্রভাব নিরূপণ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে উপযোগী পানি পর্যবেক্ষণ ও পরিশোধন প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা ও কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সাক্ষাৎকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাপানের সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে গবেষণা সহযোগিতা আরও জোরদার এবং ভবিষ্যতে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করা হয়।

৯০জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটিং অ্যামালমাই অ্যাসোসিয়েশন (MAA) এবং মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (MGI) যৌথভাবে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে। ‘MGI-MAA Scholarship’ শীর্ষক ১ কোটি টাকার স্থায়ী তহবিলের আয় থেকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। মার্কেটিং অ্যামালমাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজ্জাদেন্দী আলফেছানী ও মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিরাজুল হক বিশেষ অতিথি এবং মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক ব্যারিস্টার তাসনিম মোস্তফা সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য দেন মার্কেটিং অ্যামালমাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মো. রাফিক হাসান। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সহযোগিতা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যামালমাই ও সমাজের বিত্বনাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আর্থিক সমস্যার কারণে যেন কোনো মেধাবী শিক্ষার্থীর পড়াশোনা বাধাগ্রস্ত না হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে।

জাপানি ভাষা বিষয়ক ‘NAT-Test’ সেবা চালুর লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানি ভাষা বিষয়ক ‘NAT-Test’ সেবা চালুর লক্ষ্যে গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানি প্রতিষ্ঠান ‘সেনমন কিওউইকু পারলিশিং কোং লিমিটেড’-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। উপাচার্যের সভাকক্ষে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং সেনমন কিওউইকু পারলিশিং কোং লিমিটেড-এর প্রেসিডেন্ট মি. কামাতা সাতোশি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান

অনুষদের ডিন অধ্যাপক কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম-সহ কয়েকজন শিক্ষক ও জাপানি শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ ক্যাম্পাসে কম্পিউটার-ভিত্তিক পদ্ধতিতে জাপানি ভাষা বিষয়ক ‘NAT-Test’ সেবা পরিচালনা করবে। এছাড়া, তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানি ভাষা শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করবে। উল্লেখ্য, জাপানি ভাষা ‘NAT-Test’ হলো একটি প্রমিত পরীক্ষা। এটি মাতৃভাষা জাপানি নয়- এমন ব্যক্তিদের ভাষা দক্ষতা যাচাই করে।

তৃতীয় ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাস্তবায়নে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। উল্লেখ্য, বাংলা ও ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি একটি তৃতীয় ভাষা শিক্ষা প্রদান বিষয়ে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের সক্ষমতা যাচাই ও এ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে অধ্যাপক ড. আ ক ম ওয়ালিউল ইসলামকে আহ্বায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম-এর কাছে এসংক্রান্ত ধারণাপত্র হস্তান্তর করে। গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত সেমিনারে এই ধারণাপত্র পর্যালোচনা করা হয় এবং কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়। ধারণাপত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইনস্টিটিউটে তৃতীয় ভাষায় দক্ষ ও মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ, বিদেশে বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আয় ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রদান করা হয়েছে। এতে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে বিদেশে চাকুরি প্রত্যাশী অ-প্রশিক্ষিত তরুণদের উপযোগী ভাষা শিক্ষা কোর্স ডিজাইনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া, মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্নকারী সকল বয়সের লোকদের জন্য কোর্সটি উন্মুক্ত করা, কোর্সে ব্যাকরণের পরিবর্তে তৃতীয় ভাষা শোনা ও বলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া, তৃতীয় ভাষা পড়া ও লেখাকে সচল রাখা-সহ কর্মক্ষেত্রে শিষ্টাচার ও সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

২ কোটি টাকার ট্রাস্ট ফান্ড

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গুরুত্বারোপ করে উপাচার্য বলেন, এলিট গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপের সুযোগ দেওয়া হলে তারা অর্জিত জ্ঞান বাস্তব কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের সুযোগ পাবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে।

তিনি আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে বেসরকারি খাতের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলিট গ্রুপের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো এগিয়ে এলে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষকরা উপকৃত হবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও সমৃদ্ধ হবে। তিনি ভবিষ্যতেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে থাকার জন্য এলিট গ্রুপের প্রতি আহ্বান

পিএইচডি এবং এমফিল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিভাগের অধীনে দেওয়ান আফরিদা হামিদ, কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস বিভাগের অধীনে মোঃ জাহিদ হোসাইন খান, ফলিত রসায়ন ও কেমিক্যাল বিভাগের অধীনে এইচডি. রাজু আহমেদ, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে মুহাম্মদ কবির হোসাইন ও আবদুল মান্নান, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধীনে মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে সাবিকুল্লাহহার এবং খন্দকার নাহিদ হাসানো।

ডি.বি.এ. ডিগ্রি প্রাপ্ত হলেন- ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের অধীনে মুহাম্মদ তামজিদ আল আরাফাত।

হল নির্মাণ কাজ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরে চায়না ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন এজেন্সি -এর ভাইস চেয়ারম্যান লুই জুনফেং-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল হল নির্মাণ প্রকল্পের স্থান পরিদর্শন করেন। এসময় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিসের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোহাম্মদ জাবেদ আলম মুখা উপস্থিত ছিলেন। চায়না ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন এজেন্সি -এর ভাইস চেয়ারম্যান চলতি বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হলের ড্রয়িং-ডিজাইন-সহ ফিজিবিলিটি স্টাডি শেষ করবেন বলে আশ্বাস দেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ১ হাজার ৫শ’ ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা হবে।

বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতির ২৪তম আন্তর্জাতিক দ্বিবার্ষিক সম্মেলন



“উন্নত প্রযুক্তি, জলবায়ু সহনশীলতা এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ” প্রতিপাদ্য নিয়ে বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতি ২৪তম আন্তর্জাতিক দ্বিবার্ষিক সম্মেলন এবং বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগ ও বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতির যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম মনি প্রধান অতিথি এবং জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবদুল করিম, প্রধান বন সংরক্ষক মো. আমির হোসাইন চৌধুরী, মৎস্য অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ড. মো. খালেদ কনক এবং প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. হামিদা খানম স্বাগত বক্তব্য দেন। সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. ছগীর আহমেদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. মনজুরুল কিবরিয়া মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বিভাগের শিক্ষার্থী কারিশমা আখতার কথা এবং নোশিন তার্শফিয়া মুন্না অনুষ্ঠান সম্বলন করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জনসচেতনতার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, পরিবেশ রক্ষায় শুধু গবেষক ও নীতিনির্ধারণীদের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়, এই কাজের সঙ্গে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। তরুণ গবেষকদেরও এই কাজে যুক্ত হতে হবে। গবেষণা ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কার্যকর কৌশল তৈরি করতে হবে।

আইন বিভাগে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তৌহিদুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুন্সী শামস উদ্দিন আহম্মদ এবং সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কল্যাণে বাংলাদেশ ল’ এসোসিয়েশন ইউ.কে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিশেষ করে শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী এবং অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের কল্যাণে এই ট্রাস্ট

ফান্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রথম বর্ষ এলএল.বি. (সম্মান) থেকে এলএল.এম. শ্রেণি পর্যন্ত নিয়মিত অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী কিংবা অসচ্ছল ১৫ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে। আগামী ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

চীনের ফার্স্ট ইনস্টিটিউট অব ওশানোগ্রাফি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। প্রতিনিধি দলে ছিলেন আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হুমায়ুন কবির, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার, সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও ICOG-এর পরিচালক ড. কে এম আজম চৌধুরী এবং সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক আলিফ মোহাম্মদ খান। অনুষ্ঠানে FIO-এর উপ-মহাপরিচালকসহ চীনের মিনিস্ট্রি অব ন্যাচারাল রিসোর্সেস-এর জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সমঝোতা স্মারক নবায়ন প্রসঙ্গে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, এটি নতুন কোনো শুরু নয়, বরং একটি ধারাবাহিকতা- যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে লালন করে। তিনি বলেন, FIO-এর সঙ্গে সহযোগিতা ইতোমধ্যে বাস্তব ফলাফল বয়ে এনেছে। যৌথ FIO-DU জরিপের আওতায় রানাবাদ চ্যানেল ও মেঘনা নদীর মোহনায় দুটি GNSS জিং-ওয়েই বয়া স্থাপন করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট-সংযুক্ত উপকূলীয় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে। বঙ্গোপসাগরের গতিবিধি অধ্যয়নের জন্য FIO ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে FIO-COM মডেল ডেটাও বিনিময় করেছে।

ভবিষ্যৎ সহযোগিতার ক্ষেত্রে চারটি অগ্রাধিকার তুলে ধরেন উপাচার্য। এগুলো হলো-বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় ও অফশোর এলাকায় অতিরিক্ত বয়া স্থাপনের মাধ্যমে GNSS সমুদ্র পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ; উন্নত পূর্বাভাস ও দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সরঞ্জাম, বিশেষ করে Ocean to Climate Seamless Forecasting System (OSF) Program ও COAST Toolkit নিয়ে সহযোগিতা জোরদার; নিয়মিত যৌথ জরিপ এবং শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য

গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও ডেটা বিনিময়ের সুযোগ সম্প্রসারণ; এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি China-Bangladesh Joint Research Laboratory প্রতিষ্ঠা। আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হুমায়ুন কবির বলেন, বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে এই অংশীদারত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি বলেন, আগাম সতর্কীকরণ প্রাণ বাঁচায়, তবে কেবল তখনই যখন তা সুদূর বিজ্ঞান ও ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার এই সহযোগিতাকে স্বাগত জানিয়ে আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও পারস্পরিক সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ICOG-এর পরিচালক ড. কে এম আজম চৌধুরী জানান, FIO-DU যৌথ জরিপের আওতায় বাংলাদেশি বিজ্ঞানী, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের GNSS বয়া সিস্টেম পরিচালনা, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও প্রয়োগের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণের সুযোগ রাখা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, জাতিসংঘের Ocean Decade-এর আওতায় পরিচালিত Ocean to Climate Seamless Forecasting (OSF) System Program-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অংশীদার প্রতিষ্ঠান হিসেবে যুক্ত রয়েছে। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও FIO-এর মধ্যে মূল সমঝোতা স্মারক ২০২২ সালের আগস্টে স্বাক্ষরিত হয়। এর আওতায় ভৌত ও রাসায়নিক সমুদ্রবিজ্ঞান, সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র, মেরিন স্প্যাশাল গ্র্যানিং এবং বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র ও জলবায়ু বিষয়ে যৌথ গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হয়। নবায়িত সমঝোতার মাধ্যমে এই সহযোগিতা আরও সম্প্রসারিত হয়ে বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক সমুদ্র পর্যবেক্ষণ, পূর্বাভাস, গবেষণা, প্রযুক্তি ও জ্ঞান বিনিময় এবং দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

জাপানের প্রতিনিধিদল



জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের পরিচালক মি. সুগাহারা কিয়োয়ুকি-এর নেতৃত্বে ৫-সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন- একই মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন নীতি বিভাগের পরিচালক মি. হারাদা তাকাসি ও বাজেট বিষয়ক পরিচালক মি. তামাগাওয়া এইসুকে, ঢাকাস্থ জাপান দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি মি. আওয়াগি ইউ এবং জাইকা’র ট্রেজারি, অর্থ ও হিসাব বিভাগের মহাপরিচালক মি. সুজুকি কাজুয়া। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবছার কামাল, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনহারুল আলম এবং জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে জাপানি ভাষা প্রোগ্রামের সম্প্রসারণ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আরও যৌথ

শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং উভয় দেশের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে চলমান যৌথ কার্যক্রম জোরদার করার ওপর তাঁরা গুরুত্বারোপ করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ এবং জাপানের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। জাপানকে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, তৃতীয় ভাষা, জীববিজ্ঞান, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মেসী এবং পরিবেশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণাগার-ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়নে জাপানের আরও সহায়তা প্রয়োজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জাপানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি প্রতিনিধিদলের সহযোগিতা কামনা করেন। বাংলাদেশ এবং জাপানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানি ভাষা প্রোগ্রামের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ওপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে জাপানি ভাষা শেখানোর জন্য জাপানি শিক্ষক আনার বিষয়েও তিনি প্রতিনিধিদলের সহযোগিতা চান।

এমকিউএ-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা



মালয়েশিয়ান কোয়ালিফিকেশনস এজেন্সি (এমকিউএ)-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাতার বিন সাবরান গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এমকিউএ ট্রেনিং সেন্টারের পরিচালক আব্দুল সামান বিন তাইপ এসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আখতার হোসেন খান উপস্থিত ছিলেন। বৈঠককালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মালয়েশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে

শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সহযোগিতা জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া তাঁরা উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়ার মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের সম্ভাবনার বিষয়েও আলোচনা করেন। এমকিউএ-এর সিইও বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

কোইকা প্রতিনিধিদল



কোরিয়ার ইয়োনসেই ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ নার্সিং-এর অধ্যাপক ড. তায়ে ওয়া লি-এর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন- কোইকা বাংলাদেশ ও ভূটানের ডেপুটি কন্সট্রাক্টিভ ডিরেক্টর সুজিন কং, ইয়োনসেই ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ নার্সিং-এর ড. জং ইউন, কোইকা বাংলাদেশ ও ভূটানের প্রোগ্রাম ম্যানেজার সিউঙ্গা চো এবং কোইকা বাংলাদেশের প্রোগ্রাম অফিসার মো. নূর চৌধুরী। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. নাদিম আহমেদ, স্নাতকোত্তর চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গবেষণা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. আহমেদ সামি আল হাসান, জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, কলেজ পরিদর্শক (ভারপ্রাপ্ত) এ কে এম আমজাদ হোসেন, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের (ডিজিএনএম) পরিচালক নাহিদ উল

মোস্তাক এবং এনআইএএনইআর-এর পরিচালক দীপালী রানী মল্লিক উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে কোইকা’র সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ‘ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড নার্সিং এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ’ (এনআইএএনইআর)-এ নার্সিং বিষয়ে পিএইচডি প্রোগ্রাম চালুর সম্ভাবনার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য কোইকা প্রতিনিধিদলের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। গবেষণার মানোন্নয়নে বিশ্বের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সহযোগিতার পরিধি বৃদ্ধির ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। বাংলাদেশে নার্সিং শিক্ষা ও গবেষণার প্রসারে এনআইএএনইআর-এ পিএইচডি প্রোগ্রাম চালুর ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সব মুজাহফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে ধরনের সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে তিনি অতিথিদের আশ্বস্ত করেন।

বিএনসিসি প্রতিনিধিদল

বিএনসিসি’র একটি প্রতিনিধিদল গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে। এসময় অন্যান্যের মধ্যে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন ভূঁঞা, মেহেদী হাসান এবং ড. নাকিফা ফেরদৌসী উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কন্টিনেন্ট বিএনসিসি’র কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ ও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা করেন। এসময় বিএনসিসি’র কার্যক্রমের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে সম্পৃক্ত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম জ্ঞান ও শৃঙ্খলার ভিত্তিতে ক্যাম্পাসে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম আরও জোরদার করার জন্য বিএনসিসি সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

ডিনস অ্যাওয়ার্ড প্রদান

(১ম পৃষ্ঠার পর)
সুরাইয়া জেবিন পাপিয়া, খন্দকার তাহমিদ রেজওয়ান, লিংকন দাস, ফারাহ জাহান শুচি, মো. মহিউদ্দিন খান, মো. আসিফুর রহমান, মো. শাহাদাত, মেহেদি হাসান রিমন, সারাফ ওয়ামিয়া আহমেদ, ফারিহা আহমেদ, বিক্রমাদিত্য, লামিয়া আফজাল, ফাহমিদা মতিন মিম, অনিকা আফিয়া জাহান এবং মো. ইফরাত জাহান ভূঁইয়া শাফিন। ২০২৩ সালের লুবাবা বিনত হালিম, মো. মাজহার উদ্দিন ভূঁইয়া, ফারিয়া ইসলাম, রেশমি, আজরা হুমায়রা, মোসাম্মত সন্ধ্যা, নূর নিশাত আজুম, প্রাণ্ডি রায়, তানজিমা সারবিন, জেরিন রাফিজা, এ. আর. তাহসিন জাহান, মহশিনা বিনতে হারন, এস. এস. সালাহ উদ্দিন আকাশ, নুসাইবা বিনতে মোরশেদ, আফরিন জাহান এনা মনি, শারমিন জাহান মিম এবং মো. রবিউল ইসলাম হদয়। প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শুধু প্রচলিত জ্ঞান অনুসরণ করলে হবে না; তাদের প্রশ্ন করতে হবে, যুক্তি দিয়ে বিচার করতে হবে এবং নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে। একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল দায়িত্ব হলো নাগরিকত্ববোধ, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী সক্ষমতা তৈরি করা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধু ‘টিচিং ইউনিভার্সিটি’ হিসেবে নয়, জ্ঞান সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তিনি ডিনস অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, গবেষণার মাধ্যমে নতুন চিন্তা ও তত্ত্ব সৃষ্টি করতে হবে এবং বিশ্বজ্ঞান ভাঙারে বাংলাদেশের অবদান বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষার প্রসার, দক্ষতা উন্নয়ন এবং গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নেতৃত্ব দিতে হবে। অধ্যাপক ড. তিতুমীর আরও বলেন, মিথ্যা তথ্য ও অপতথ্য মোকাবিলায় সমালোচনামূলক চিন্তা ও গবেষণাভিত্তিক জ্ঞানচর্চার বিকল্প নেই। উচ্চশিক্ষাকে শুধু সার্টিফিকেট অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। জনগণের অর্থে পরিচালিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখার পাশাপাশি সুশাসন, জবাবদিহিতা ও জনস্বার্থ নিশ্চিত করাও অপরিহার্য। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ডিনস অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এ পুরস্কার তাদের মেধা ও কৃতিত্বের স্বীকৃতি। তবে পুরস্কারপ্রাপ্তির সঙ্গে তাদের দায়িত্বও বেড়ে গেছে। এই সাক্ষ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে তাদের আরও বেশি গবেষণা, অধ্যয়ন ও পরিশ্রম করতে হবে। সীমিত সুযোগ ও অর্থায়নের মধ্যেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-গবেষকরা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছেন। গবেষণাকে আরও এগিয়ে নিতে বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং গবেষকদের উৎসাহিত করতে ভবিষ্যতে প্রণোদনার ব্যবস্থাও করা হবে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করতে দীর্ঘমেয়াদি একাডেমিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর আওতায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, গবেষণা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা, কারিকুলাম নিয়মিত পর্যালোচনা ও যুগোপযোগী করা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং দেশ-বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একাডেমিক ও গবেষণা সহযোগিতা জোরদারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, শুধু ভালো ফলাফল নয়, শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও মানবিক গুণাবলির বিকাশও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেধাবী শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদান রাখবে এবং উচ্চশিক্ষা শেষে দেশের উন্নয়ন ভূমিকা রাখবে-এটাই আমাদের প্রত্যাশা। পরে সামাজিক বিজ্ঞান ভবনস্থ অধ্যাপক মুজাহফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে উন্মুক্ত সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

জাইকার প্রতিনিধিদল



জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)-এর প্রতিনিধি মি. নিশি রিজুকির নেতৃত্বে ৬-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন কুমামতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সুয়োশি উসাগাওয়া, জাইকার মানব উন্নয়ন বিভাগের সিনিয়র উপদেষ্টা ড. উসাগাওয়া সুয়োশি, সায়েরি মুতো, মোচিজুকি হিরোশি এবং ওতানি অনরি। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেলিম রেজা, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. সাইফুদ্দিন মো. তারিক, সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল ইসলাম তালুকদার, ফার্মেসী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জাকির আহমেদ চৌধুরী, ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শায়লা কবির, ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শিমুল হালদার, রোবটিক্স এন্ড মেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সুগত আহমেদ এবং জনসংযোগ অফিসের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। বৈঠককালে তাঁরা জাইকার অর্থায়নে ‘বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা সহায়তায় সম্ভাব্য ইয়েন ঋণ প্রকল্প’ শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করেন। জাইকা প্রতিনিধিদলের সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে ইকো-সিস্টেম প্রতিষ্ঠা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এসআইআইএস-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট



সাংহাই ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের (এসআইআইএস) ভাইস প্রেসিডেন্ট লি কাইশেং গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর অফিস সংলগ্ন সভাকক্ষে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চীনের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একাডেমিক ও গবেষণা সহযোগিতা আরও জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি ভবিষ্যতে এসব সম্পর্ককে আরও প্রাতিষ্ঠানিক ও কার্যকর করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। চীনে নিয়মিত সফরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, দুই দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের সুযোগ আরও সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা ভাষা ও চীন বিষয়ক গবেষণার প্রসার এবং এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষায়িত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়। চীনা ভাষা শিক্ষা, চীন বিষয়ক গবেষণা, একাডেমিক বিনিময় এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধিতে এ ধরনের একটি কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে মত প্রকাশ করা হয়। সাংহাই ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের ভাইস প্রেসিডেন্ট লি কাইশেং ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একাডেমিক সম্পর্ক আরও সম্প্রসারণে তাঁর প্রতিষ্ঠানের আগ্রহের কথা জানান। তিনি বলেন, চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ আরও বাড়ানো প্রয়োজন। সাক্ষাৎকালে দুই পক্ষের মধ্যে যৌথ গবেষণা, গবেষক ও তরুণ শিক্ষাবিদদের বিনিময়, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি একাডেমিক সফর, চীনা ভাষা শিক্ষা এবং বিভিন্ন বিষয়ে যৌথ কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া ভবিষ্যতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চীন বিষয়ক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও স্থান নির্ধারণ এবং সম্ভাব্য সহযোগিতার একটি পরিকল্পনা গ্রণয়নের বিষয়েও মতবিনিময় করা হয়। অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক একাডেমিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে গুরুত্ব দিচ্ছে। চীনের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব বলে তিনি উল্লেখ করেন। সাক্ষাৎকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মো. রাকিবুল হক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের প্রভাষক আগা মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী, সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ডিসকোর্স ইনোভেশন স্টাডিজের পরিচালক ড. জুয়ান জেং এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।



ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বার্ষিক পুরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জনকারী ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. জামিল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম এবং প্রক্টর মো. ইসরাফিল প্রাং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

জ্ঞান, সংলাপ ও উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে হবে - উপাচার্য



উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম জ্ঞান, সংলাপ ও উচ্চশিক্ষাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, প্রমাণ-ভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে দেশে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় গবেষকদের সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ‘What Works in Countering Violent Extremism: Toward Human-Centric & Evidence-Based Policies’ শীর্ষক দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের হিট প্রজেক্টের আওতায় বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি পলিসি ল্যাব এই সম্মেলন আয়োজন করে।

হিট প্রজেক্টের সদস্য ড. ইভা সাদিয়া সা’দ-এর সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ শামসুল হক বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এর আগে সকালে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মেলন উদ্বোধন করেন। বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো.

আবু সায়েম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, সহিষ্ণু চরমপন্থা শুধু একটি নিরাপত্তা সমস্যা নয়, বরং এটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অন্তরায়। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আমাদের সামাজিক বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখে। আমরা তারুণ্যের শক্তি, বিশ্বাস, সংস্কৃতি এবং অসাধারণ বৈচিত্র্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি জাতি। অন্যায়, অবিচার ও সহিংসতা প্রতিরোধ এবং প্রত্যেক নাগরিকের জন্য মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলো রক্ষা করতে হবে। শ্লোগানের পরিবর্তে সত্যক গবেষণার উপর ভিত্তি করে সামাজিক প্রতিক্রিয়াগুলো হওয়া উচিত। আমাদের প্রতিক্রিয়া অবশ্যই বিচক্ষণ, মানবিক এবং প্রমাণ-ভিত্তিক হতে হবে। এক্ষেত্রে তরুণ সমাজ, পরিবার, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, সামাজিক সংগঠন, সাংবাদিক, নীতিনির্ধারক এবং যারা ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন, এমন ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দিতে হবে। বিপজ্জনক মতাদর্শগুলোকে আকর্ষণীয় করে তোলে - এমন কারণগুলোকে চিহ্নিত করা অপরিহার্য। একটি শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ সমাজ গঠন এবং সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখতে এই গবেষণা প্রকল্প সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ঢাবি-ফ্রান্স দূতাবাসের যৌথ উদ্যোগে জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশান গভর্ন্যান্স (ICOG), সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগ এবং ঢাকাছ ফ্রান্স দূতাবাসের যৌথ উদ্যোগে ‘বাংলাদেশী ব-দ্বীপ অঞ্চলে জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য পানির স্তর সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কারিগরি সক্ষমতা জোরদারকরণ’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী ও সনদ প্রদান অনুষ্ঠান গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের এম এ লতিফ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জঁ-মার্ক সেরে-শারলে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাজ্জেন্দী আলফেছানী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশান গভর্ন্যান্সের পরিচালক ড. কে এম আজম চৌধুরী। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন ফ্রান্সের লা রোশেল

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএনআরএস (French National Center for Scientific Research-CNRS) গবেষক ও কর্মসূচির প্রশিক্ষক ড. জো সি গ্রাল। সমাপনী বক্তব্য রাখেন ফ্রান্স থেকে আগত ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশান গভর্ন্যান্সের ডিরেক্টিং সাইন্টিস্ট ড. টোনিয়া অ্যাস্ট্রিড ক্যাপুয়ানো। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, আমরা একটি ব-দ্বীপীয় জাতি, যারা উত্তাল সমুদ্র এবং পরিবর্তনশীল জলবায়ুর মধ্যে বসবাস করি। আমরা আমাদের উপকূলকে যত নির্ভুলভাবে পরিমাপ করতে পারব, তত ভালোভাবে একে রক্ষা করতে পারব। উপাচার্য আরও বলেন, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপকূলকে হাতেকলমে জানার প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা দেশের ব্লু-ইকোনমি-সংক্রান্ত জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত। এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আগামী দিনে এসব প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল তৈরিতেও বিনিয়োগ করা হচ্ছে।

ডিইউডিএস-অ্যাকশন এইড বিতর্ক উৎসব

ডিইউডিএস-অ্যাকশনএইড বার্ষিক বিতর্ক উৎসব গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে উদ্বোধন করা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই উৎসব উদ্বোধন করেন। অ্যাকশনএইড-এর সহযোগিতায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি ৩-দিনব্যাপী এই উৎসব আয়োজন করে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি মো. সাজিদ হাসানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাজ্জেন্দী আলফেছানী, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির মডারেটর অধ্যাপক ড. আমিরুস সালাত, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার আবু সালাহ মো. সায়েম এবং অ্যাকশন এইডের নাজমুল আহসান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মিস্তাহাছল জালাত রিফাত অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য তরুণদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, তরুণদের মধ্যে যুক্তিবোধ, সহনশীলতা ও দায়িত্বশীল নেতৃত্বের গুণ তৈরি করতে হবে। পদ-পদবী বা ক্ষমতার পিছনে না ছুটে তাদের আত্মমর্যাদাশীল ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। তিনি আরও বলেন, দেশের স্বার্থে দল-মত নির্বিশেষে সবার মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে তারা ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক ও যুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাজ্জেন্দী আলফেছানী বিতর্ক উৎসব আয়োজন করায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটিকে ধন্যবাদ জানান। নিয়মিত বিতর্ক চর্চার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। যুক্তির মাধ্যমে নিজের মত প্রকাশের পাশাপাশি ভিন্নমত গ্রহণের মানসিকতা তৈরি করতে হবে। অন্যের মতামতকে সম্মান জানাতে হবে। সং, দেশপ্রেমিক, দক্ষ, যোগ্য ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, সারা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল ও কলেজ এই বিতর্ক উৎসবে অংশগ্রহণ করছে।

নবীন শিক্ষকদের কর্মশালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেলের (IQAC) উদ্যোগে “Induction Workshop for Newly Recruited Faculty Members” শীর্ষক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ড. শাদাত আলী কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালা উদ্বোধন করেন। ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. এস এম হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাজ্জেন্দী আলফেছানী এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এসময় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. মোফাজ্জল হোসেন এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন, আচরণবিধি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পর্কেও ধারণা লাভের জন্য নবীন শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দক্ষতার কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকেনা। তাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রশাসনিক সেকশন থেকে সেবা নেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কেও শিক্ষকদের স্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। নিজেদের লেকচার নোট আপডেট এবং কোর্স ডিজাইন আধুনিকায়নের মাধ্যমে পাঠদানকে আরও আকর্ষণীয় ও যুগোপযোগী করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। উল্লেখ্য, বিভিন্ন বিভাগের ৫৮ জন নবীন শিক্ষক এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

চীনা-বাংলাদেশ গোলটেবিল সমুদ্রসম্পদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়নে সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ



শিক্ষা ও গবেষণার পাশাপাশি সমুদ্রসম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তি ও মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে সহযোগিতা আরও জোরদারের আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। তিনি বলেন, দুই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে অভিজ্ঞতা ও সমুদ্রসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে সহযোগিতার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটеле অনুষ্ঠিত ‘Second China-Bangladesh Roundtable on Governance Experience Exchange’ শীর্ষক রাউন্ডটেবিলে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ (CCS), সাংহাই ইনস্টিটিউটস ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ (SIIS), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, OCPASS এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (BIISS) যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন প্রধান অতিথি, সাংহাই ইনস্টিটিউটস ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. লি কাইশেং ও বাংলাদেশস্থ চীন দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সিলর লি সাওপিং বিশেষ অতিথি এবং এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাক হোসেন চৌধুরী গেস্ট অব অনার হিসেবে বক্তব্য দেন।

ঢাবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী



বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ৭৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ উদযাপিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম সিনেট ভবন প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদুর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাজ্জেন্দী আলফেছানী-সহ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটির সদস্য ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য-সচিব এ টি এম আবদুল বারী ভ্যানী। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল

ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণাকে এগিয়ে নিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পৃথক দুটি ফান্ড গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগ সফল করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য তিনি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে সমাজের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক ও যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সম্পর্ক জোরদার এবং ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সহায়তা কামনা করেন।



৫ম হাজী মুহম্মদ মুহসীন স্মারক জাতীয় আন্তঃস্রাব বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল চ্যাম্পিয়ন এবং অমর একুশে হল রানার্সআপ হয়েছে। গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক এবং জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ডিবেটিং ক্লাব এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

সম্পাদক: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: ফররুখ মাহমুদ, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন ও মো. আবু বকর সিদ্দিক

ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও নাসির আহমেদ তুষার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৫৫২৩২২১৩৮